একটি মহৎ সৃষ্টির জন্ম

লুকাস ম্যালেট

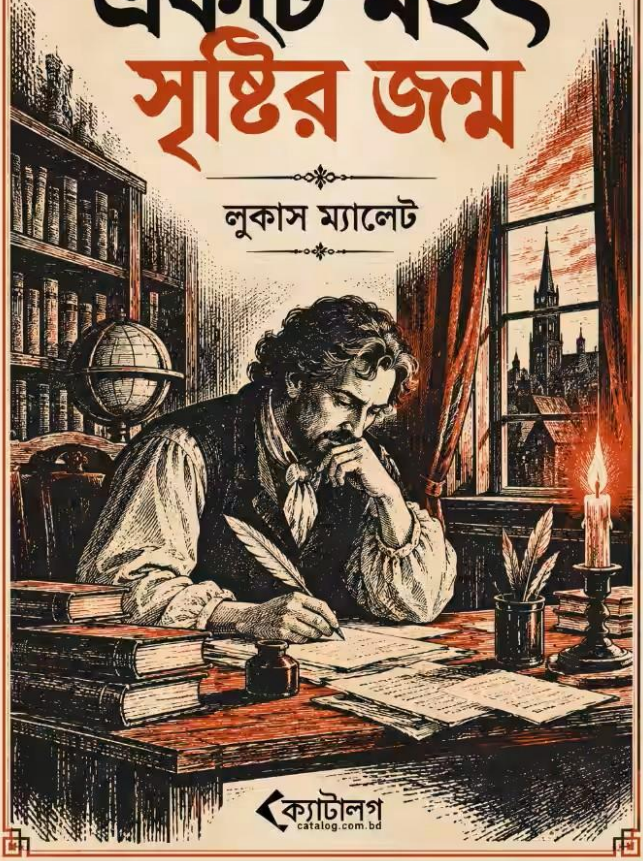

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

একটি মহৎ সৃষ্টির জন্ম

লুকাস ম্যালেট

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

অনুবাদ ● এস হক
প্রচ্ছদ ● ক্যাটালগ
সহযোগিতায় ● আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

সময়ের অনেক দূর থেকে ফিরে তাকালে বর্ণনাকারীর মনে পড়ে, যৌবনের সেই দিনগুলোতে তাঁদের ছোট্ট সাহিত্যপ্রেমী দলটি নিজেদের কতটা জ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী ভাবত। প্রতিষ্ঠিত লেখক-শিল্পীদের তাঁরা তুচ্ছ করতেন, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল—নিজেদের আবিষ্কৃত কোনো অসাধারণ প্রতিভার সামনে একদিন সবাইকে মাথা নত করতে হবে। সেই প্রতিভা হিসেবে তাঁরা খুঁজে পেলেন হেবার পগসনকে।

পগসন ছিলেন স্থূলকায়, গোলাপি মুখের, ধীরস্থির এক মানুষ। বই পড়ার প্রতি তাঁর প্রবল নেশা ছিল, আর কথাবার্তায় তিনি ছিলেন অসাধারণ—সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও নানা বিষয়ে তাঁর স্মৃতি এবং বাগ্মিতা সবাইকে মুগ্ধ করত। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় একদল তরুণ তাঁর চার্চ স্ট্রিটের বাড়ির স্টুডিও-লাইব্রেরিতে জড়ো হতো। তিনি তাঁদের ভালো খাবারদাবার দিতেন, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। তাঁরা পগসনকে গুরু মেনে তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে থাকত।

পগসন তাঁদের বলেছিলেন, সাংবাদিকতার কষ্টকর জীবন পেরিয়ে এখন তিনি অবশেষে

নিজের মতো করে স্থায়ী সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির অবসর পেয়েছেন। তিনি একটি উপন্যাস লিখছেন—সকালের নির্জন সময়ে সেই কাজ করেন, যখন কাউকে তাঁর কাছে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তরুণদের কল্পনায় উপন্যাসটি হয়ে উঠল এক মহৎ সৃষ্টি: আধুনিক, বাস্তবধর্মী, গভীর এবং বিশ্বসাহিত্যে আলোড়ন তোলার মতো। তাঁদের বিশ্বাস, পগসনের প্রতিভা তাঁরা অন্য সবার আগে চিনতে পেরেছেন।

কিন্তু উপন্যাসটির নাম কী, বিষয় কী, কিংবা কতদূর এগিয়েছে—এসব জানতে চাইলে পগসন হাসি-ঠাট্টায় প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। তাঁর বাগ্মিতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা তাঁদের মুগ্ধ রাখলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের ধৈর্য কমতে লাগল। তাঁরা গোপনে লেখা সেই মহৎ বইটির অন্তত সামান্য অংশ দেখতে চাইছিল।

এক সন্ধ্যায় তাঁদের দলে যোগ দিলেন হ্যারি লেসিংহামের বোন আরাবেলা। তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়, সাহিত্যরুচিসম্পন্ন এবং অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাষী। পগসনের প্রশংসা করে তিনি সরাসরি তাঁর উপন্যাস থেকে কিছু

পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলেন। প্রথমে পগসন এড়িয়ে গেলেও, আরাবেলার অনুনয়-আবদারে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তিনি একটি অংশ আবৃত্তি করলেন। সবাই হাততালি দিল, কিন্তু বর্ণনাকারীর মনে অস্বস্তিকর এক শীতল সন্দেহ জেগে উঠল—লেখাটি যেন অদ্ভুতভাবে পরিচিত।

বাড়ি ফেরার পথে আরাবেলা জানালেন, পগসনের আবৃত্তি তাঁর কাছে জর্জ মেরেডিথের উপন্যাস *The Egoist*-এর মতো শোনাচ্ছিল। হ্যারি প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; পগসন কি তবে অন্যের লেখা চুরি করেছেন? কিন্তু একটু পর সে অন্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাল। হয়তো পগসন ইচ্ছা করেই মেরেডিথের লেখা থেকে একটি অংশ পড়েছেন—আরাবেলার অতিরিক্ত কৌতূহলের জবাবে বন্ধুত্বপূর্ণ রসিকতা করেছেন। চরিত্র ও স্থানের নাম বদলে দেওয়ায় কৌশলটি আরও নিপুণ হয়েছে। হ্যারি ধরে নিল, তাঁদের গুরু আসলে সবাইকে মজা করে বোকা বানিয়েছেন।

বর্ণনাকারীও এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে চাইলেন। তবু তাঁর অস্বস্তি কাটল না। আরাবেলার আগমন

ও প্রশ্ন যেন তাঁদের এত দিনের বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে। তিনি এক মাসের জন্য বন্ধুবান্ধবের আড্ডা এড়িয়ে চললেন। তারপর এক ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে দক্ষিণ ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দীর্ঘ ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। যাত্রার আগে পগসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখলেন, গুরু আগের চেয়ে অনেক স্থূল হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কথার জাদু একটুও কমেনি। ভ্রমণের কথা উঠতেই তিনি দেশ, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে এমন প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু করলেন যে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আবার দূর হতে লাগল।

বিদায়ের সময় বর্ণনাকারী উচ্ছ্বাসভরে বললেন, ফিরে এসে পগসনের সেই বিখ্যাত উপন্যাস পড়বেন—তত দিনে নিশ্চয়ই বইটি শেষ হয়ে যাবে। এই কথা শুনে পগসনের গোলাপি মুখ মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখনই তাঁর স্ত্রী, যাঁকে তাঁদের আড্ডায় প্রায় কেউই খেয়াল করত না, পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, হ্যাঁ, তত দিনে হেবার তাঁর মহান উপন্যাস শেষ করে ফেলবেন। একই সঙ্গে তিনি স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন, আর পগসনও তাঁর

হাত ধরে ফেললেন। বর্ণনাকারী প্রথমবারের মতো তাঁদের মধ্যে গভীর, কোমল এক সম্পর্কের আভাস পেলেন।

আঠারো মাস পর ইংল্যান্ডে ফিরে বর্ণনাকারী খবর পেলেন—আরাবেলার বিয়ে হয়েছে, আর পগসন দুই সপ্তাহ আগে মারা গেছেন। হ্যারি জানাল, পগসন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অতিরিক্ত স্থূলতার কারণে তাঁর চলাফেরা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল; শুয়ে থাকলে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো বলে শেষ দিকে দিনরাত সেই পরিচিত বড় লাইব্রেরির চেয়ারে বসেই কাটাতেন। তবু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বই পড়ার আগ্রহ তাঁর কমেনি।

হ্যারি আরও বলল, পগসনের মনে যেন কিছু একটা চাপা ছিল। তিনি বর্ণনাকারীর কথা প্রায়ই বলতেন; আবার মনে হতো, বর্ণনাকারী ফিরে আসার আগেই তিনি মারা যেতে চান—যেন জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনো ঘটনা তাঁর গোপন সত্য প্রকাশ করে তাঁকে লজ্জায় ফেলতে পারে।

পরদিন বর্ণনাকারী পগসনের বাড়িতে গেলেন। ঘরে সব আগের মতোই ছিল, শুধু পগসনের বড়

চেয়ারটি লাল দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, যেন কেউ তাতে না বসে। তিনি বিধবা মিসেস পগসনের কাছে সরাসরি জানতে চাইলেন, সেই উপন্যাসের কী হলো। বইটি কি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত? বন্ধুরা তো এত দিন ধরে তার অপেক্ষায় ছিল।

মিসেস পগসন শান্ত গলায় জানালেন, কোনো উপন্যাসই নেই—কখনো ছিলও না। হেবার বইটি শেষ করেননি, কারণ তিনি কখনো লেখাই শুরু করেননি। তাঁর স্বামীর ছিল অসাধারণ স্মৃতি, পড়াশোনা, কথাবার্তার দক্ষতা; কিন্তু নতুন কাহিনি সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না। প্রথমে তিনি তরুণদের সঙ্গে খেলা করতেন, কারণ তাঁদের সরল বিশ্বাস তাঁকে আনন্দ দিত। পরে তাঁদের ভুল ভাঙাতে পারেননি—এটাই ছিল তাঁর দুর্বলতা, আর সেই দুর্বলতার জন্য তাঁকে ভুগতে হয়েছে।

মিসেস পগসন জানালেন, তাঁর নিজের অর্থেই স্বামী দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি হেবারকে শান্ত, আরামদায়ক জীবন দিয়েছিলেন; কিন্তু তরুণদের অন্ধ ভক্তি সেই জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তাঁদের প্রত্যাশা

পগসনের ওপর এমন বোঝা হয়ে উঠেছিল, যা তিনি আর বইতে পারেননি। স্ত্রী তাঁদের ঘৃণা করতেন, কারণ তাঁরা তাঁর স্বামীকে এমন এক প্রতিভা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যা তিনি বাস্তবে ছিলেন না।

বর্ণনাকারীর সামনে অবশেষে সত্যটি পরিষ্কার হলো: তাঁদের কল্পনায় জন্ম নেওয়া "মহৎ উপন্যাস" কখনোই বাস্তব ছিল না। পগসন ছিলেন অসাধারণ পাঠক ও কথক, কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। যে শিল্পকর্মের জন্মের জন্য তাঁরা অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, তার জন্মই হয়নি—আর সেই অনুপস্থিত সৃষ্টির ভারই শেষ পর্যন্ত পগসনের জীবনে দুঃখ ও লজ্জার ছায়া ফেলেছিল।